একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববোধিনী সভা

যজুর্ব্বেদীয়

কঠোপনিষৎ

কলিকাতা

শকাব্দাঃ ১৭৬২

॥ ওঁতৎসৎ ॥

যজ্ঞ ফলের কামনাবিশিষ্ট বাজশ্রবস রাজা যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিলেন। সেই রাজার নচিকেতা নামে পুত্র ছিল॥ ১ ॥

যে কালে ঐ রাজা ঋত্বিক্ আর সদস্যদিগকে দক্ষিণার গো সকল বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন, সেই কালে অতি বালক রাজপুত্র যে ঐ নচিকেতা, তাহাতে পিতার হিতের নিমিত্তে শ্রদ্ধা উপস্থিত হইলেন। ইহাতে সেই রাজপুত্র বিচার করিতে লাগিলেন॥ ২ ॥

যে সকল গো পিতা দিতেছেন, তাহারা এমত রূপ বৃদ্ধ, যে, পূর্ব্বে জলপান এবং তৃণ আহার যাহা করিয়াছে, সেই মাত্র, পুনরায় যে তাহারা জলপান এবং তৃণ আহার করে, এমত শক্তি নাই, আর পূর্ব্বে তাহারদিগের যে দুগ্ধ দোহন হইয়াছে, সেইমাত্র, পুনরায় যে তাহারদিগের দুগ্ধদোহন হয়, এমত সম্ভাবনা নাই, এবং তাহারদিগের ইন্দ্রিয় সকলেরও অবসান হইয়াছে, এমত রূপ গো সকল যেব্যক্তি দক্ষি-

অ

পাত্রে দান করে, সে আনন্দশূন্য যে লোক, তাহাতে যায় ॥ ৩॥

নচিকেতা এই রূপ বিবেচনা করিয়া পিতাকে কহিতেছেন। হে পিতা, কোন্ ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে দান করিবে। এইরূপ দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার রাজাকে কহিলেন। বালক পুত্রের একপ পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে, ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে রাজা কহিলেন, যে, তোমাকে যমেরে দিলাম ॥ ৪ ॥

তখন নচিকেতা এই রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনেক সৎ পুত্রের মধ্যে আমি প্রথম গণিত হই, আর অনেক মধ্যম পুত্রের মধ্যে মধ্যম গণিত হই। ইহাতে বোধ হয়, যে আমার দানের দ্বারা যমের কোন কার্য্য পিতা করিবেন ॥ ৫ ॥

ইহা মনে করিয়া শোকাবিষ্ট পিতাকে নচিকেতা কহিতেছেন। আপনকার পিতৃ পিতামহাদি যে প্রকারে সত্যানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাকে ক্রমে আলোচনা কর, আর ইদানীন্তন সাধুব্যক্তিরা যে রূপে সত্যাচরণ করিতেছেন, তাহাকেও দেখ। মনুষ্য সস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরে, আর সস্যের ন্যায় পুনরায় উৎপন্ন হয়। অতএব অনিত্য সংসারে মিথ্যা কহিবার কি, ফল আছে, এ

নিমিত্তে আমাকে যমেরে দিয়া আত্ম সত্য প্রতিপালন কর ॥ ৬ ॥

পিতাকে এইরূপ কহিলে সেই পিতা আত্ম সত্য পালনের নিমিত্তে সেই নচিকেতা পুত্রকে যমের নিকট পাঠাইলেন, নচিকেতা যমলোকে যাইয়া ত্রিরাত্র বাস করিলেন, যেহেতু তৎকালে যম ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন, সেই যম পুনরাগমন করিলে তাঁহার পরিজন সকল তাঁহাকে কহিতেছেন। অতিথিরূপ ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ অগ্নিরন্যায় গৃহে প্রবেশ করেন, সাধু ব্যক্তিরা অতিথিকে পাদ্যাদি দ্বারা শান্তি করেন, অতএব হে যম, তুমি এই অতিথির পাদ প্রক্ষালনের জল আনয়ন কর ॥ ৭ ॥

যে অল্পবুদ্ধি পুরুষের গৃহেতে ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত হইয়া বাস করেন, সেই পুরুষের আশা, প্রতীক্ষা, সৎসঙ্গাধীন ফল, প্রিয় বাক্য জন্য ফল, যাগাদিজন্য ফল, ও পরোপকারার্থে কূপ তড়াগাদি নির্মাণ জন্য ফল প্রভৃতিকে সেই অতিথি ব্রাহ্মণ নষ্ট করেন ॥ ৮ ॥

যম আপন পরিজনের স্থানে এ সংবাদ শুনিয়া নচিকেতার নিকটে যাইয়া পূজা পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতেছেন। হে ব্রাহ্মণ, অতিথি নমস্য হইয়া তিন রাত্রি যে আমার গৃহেতে অনাহারে বাস করিয়াছ, এতন্নিমিত্তে তোমাকে

নমস্কার করিতেছি, আর প্রার্থনা করিতেছি, যে তোমার উপবাস জন্য যে দোষ, তাহার নিবৃত্তি দ্বারা আমার মঙ্গল হউক, আর তুমি অধিক প্রসন্ন হইবে, এ নিমিত্তে কহিতেছি, যে তিন রাত্রি আমার গৃহেতে উপবাসী ছিলে, তাহার এক এক রাত্রির প্রতি এক এক বর প্রার্থন কর ॥ ৯ ॥

ইহা শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন। হে যম, যদি তোমার বর দিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিন বরের প্রথম বর এই আমি প্রার্থনা করি, যে, তোমার নিকটে আসিয়া আমি কি করিতেছি, এই রূপ যে আমার পিতা গৌতম চিন্তা করিতেছেন, তাহা নিবৃত্তি হউক, আর আমার প্রতি পিতার চিত্ত প্রসন্ন হউক, আর আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ দূর হউক, আর তোমার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে আমার পিতার যেন এই রূপ স্মৃতি হয়, যে, সেই সাক্ষাৎ আমার পুত্র যমালয় হইতে ফিরিয়া আইলেন ॥ ১০ ॥

যম কহিতেছেন। পূর্ব্বে যে রূপ পুত্র রূপে তোমার প্রতি তোমার পিতার প্রতীতি ছিল, তদ্রূপ হইবে, আর তোমার পিতা, যাহার নাম ঔদ্দালকি এবং আরুণি, তিনি আমার অনুগৃহীত হইয়া রাত্রিতে সুখে শয়ন করিবেন, আর

তোমাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত দেখিয়া অক্রোধ হই বেন ॥ ১১ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন। হে যম, স্বর্গ লোকে কোন ভয় নাই, আর তুমিও সেখানে প্রভুত্ব করিতে পার না, অত-এব জরাযুক্ত মর্ত্যলোকের ন্যায় কেহ স্বর্গেতে ভয় প্রাপ্ত হয় না, আর ক্ষুধা তৃষ্ণা এই দুই হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, আর শোক হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গ লোকে বাস করে ॥ ১২ ॥

এই রূপ স্বর্গের প্রাপ্তি যে অগ্নিতে হয়, সে অগ্নিকে তুমি জান, অতএব হে যম, শ্রদ্ধাযুক্ত যে আমি, আমাকে সেই অগ্নির স্বরূপকে কহ, যে অগ্নির সেবার দ্বারা যজমান সকল দেবতার স্বরূপকে পায়েন। এই দ্বিতীয় বর আমি প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৩ ॥

যম কহিতেছেন। হে নচিকেতা স্বর্গ প্রাপ্তির কারণ, যে অগ্নি, তাহাকে আমি সুন্দর প্রকারে জানি, সেই অগ্নি তোমাকে কহিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া বোধ কর। অনন্তস্বর্গ লোকের প্রাপ্তির কারণ, আর সকল জগ-তের আশ্রয় এই অগ্নি হয়েন, আর তুমি জান, যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধিতে ইনি স্থিতি করেন ॥ ১৪ ॥

সকল লোকের আদি যে অগ্নি, তাহার স্বরূপ যম সেই

নচিকেতাকে কহিলেন, আর অগ্নির চয়নের নিমিত্তে যেরূপ ইষ্টক সকল যোগ্য, আর যত ইষ্টকের প্রয়োজন, আর যেরূপে অগ্নি চয়ন করিতে হয়, তাহা সকল কহিলেন। যমের কথিত বাক্য নচিকেতা সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়াছেন, যমের এমত প্রতীতি জন্মাইবার জন্যে নচিকেতা ঐ সকল বাক্য যমকে পুনর্ব্বার কহিলেন। নচিকেতার এই প্রতি বাক্যের দ্বারা তুষ্ট হইয়া যম কহিতেছেন ॥ ১৫ ॥

শিষ্য যোগ্য দেখিয়া মহাত্মা যম প্রীতিপূর্ব্বক সেই নচিকেতাকে কহিতেছেন। তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, এ নিমিত্তে তোমাকে এখন পুনরায় এই বর দিতেছি, যে, এই পূর্ব্বোক্ত অগ্নি তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আর এই নানা রূপবিশিষ্ট রত্নময়ী মালা তোমাকে দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর ॥ ১৬ ॥

মাতা পিতা আচার্য্য তিনের অনুশাসনের দ্বারা যে ব্যক্তি তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন করেন, আর যিনি যাগ, বেদাধ্যয়ন এবং দান এই তিন কর্ম্ম করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। আর ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং সর্ব্বজ্ঞ, দীপ্তি বিশিষ্ট এবং স্তুতি যোগ্য যে অগ্নি, তাঁহাকে সেই ব্যক্তি শাস্ত্রতঃ জানিয়া আত্ম-

ভাবে দৃষ্টি করিলে অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৭ ॥

যে রূপ ইষ্টক সকল যোগ্য, আর যত ইষ্টকের প্রয়োজন, আর যেপ্রকারে অগ্নিচয়ন করিতে হয়, এই তিনকে বিশেষ রূপে জানিয়া যে ত্রিণাচিকেত পুরুষ নাচিকেত অগ্নিকে চয়ন করেন, তিনি রাগ দ্বেষাদিরূপ যে মৃত্যুপাশ, তাহাকে মরণের পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়া শোক হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গলোকে বাস করেন ॥ ১৮ ॥

হে নচিকেতা, তুমি দ্বিতীয় বরের দ্বারা স্বর্গের সাধন যে অগ্নির বর প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা তোমাকে এই দিলাম। আর লোক সকল এই অগ্নিকে তোমার নামে বিখ্যাত করিবেন। হে নচিকেতা, এখন তৃতীয় বর তুমি প্রার্থনা কর ॥ ১৯ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন। কেহ কহেন, শরীর মন প্রভৃতি ভিন্ন আত্মা আছেন, কেহ কহেন, এ সকল ভিন্ন আত্মা নাই, মনুষ্য মরিলে এই যেসংশয় ইহলোকে আছে, তাহার নির্ণয় আমি তোমার শিক্ষাদ্বারা জানিতে চাহি। বরের মধ্যে এই তৃতীয় বর আমার প্রার্থনীয় ॥ ২০ ॥

যম কহিতেছেন। দেবতারাও পূর্ব্বে এই আত্ম বিষয়ে সংশয় যুক্ত ছিলেন, এধর্ম্ম সুন্দর প্রকারে বোধগম্য হয় না, যেহেতু এধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম হয়। অতএব হে নচিকেতা,

তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর। আমি তিন বর দিতে প্রার্থনা করিয়াছি,এনিমিত্তে এরূপ কঠিন বরের প্রার্থনা দ্বারা আমাকে নিতান্ত বাধিত করিবে না, আমার নিকটে এ বর প্রার্থনা ত্যাগ কর ॥ ২১ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন। দেবতারা এ আত্ম বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন, ইহা তোমার স্থানে নিশ্চিত শুনিলাম। আর, হে যম,তুমিও যে আত্মতত্ত্বকে দুর্জ্ঞেয় করিয়া কহিতেছ। এধর্ম্মের বক্তা তোমার ন্যায় ও কাহাকে পাওয়া যাইবে না, আর এ বরের তুল্য অন্য বর ও নহে। অতএব এই বর দেও ॥ ২২ ॥

যম কহিতেছেন। শতবর্ষ আয়ুর্ব্বিশিষ্ট পুত্র পৌত্র সকলকে প্রার্থনা কর, আর অনেক পশু আর হস্তী স্বর্ণ অশ্ব এ সকল প্রার্থনা কর, আর পৃথিবীর মধ্যে অনেক দেশের অধিকার প্রার্থনা কর,আর তুমি আপনি যত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তত বৎসর বাঁচিবে, এমত বর প্রার্থনা কর ॥ ২৩ ॥

এই পূর্ব্বোক্ত বরের তুল্য অন্য কোন বর যদি তুমি জান, তবে তাহার প্রার্থনা কর, আর বিত্তকে এবং চিরজীবিকাকে প্রার্থনা কর। সকল পৃথিবীতে, হে নচিকেতা, তুমি রাজা হও,আর সকল প্রার্থনীয় বস্তুর মধ্যে যাহারকামনা

করিবে, তাহারই ভাজন তোমাকে করিব ॥ ২৪ ॥

মর্ত্যলোকে যে যে বস্তু দুর্লভ, আপনার ইচ্ছামত সে সমুদয়কে প্রার্থনা কর। বিমান সহিত এবং বাদ্য সহিত এই সকল অপ্সরাকে প্রার্থনা কর, মনুষ্যেরা এরূপ অপ্সরা সকলকে প্রাপ্ত হয়েন না। আমার দত্ত এই সকল অপ্সরা প্রভৃতি দ্বারা আপনাকে সুখে রাখহ, হে নচিকেতা, মরণের পর জীব সম্বন্ধি প্রশ্ন আমার প্রতি করিওনা॥ ২৫

নচিকেতা কহিতেছেন। হে যম, পরদিনে লভ্য হইবে, এমত যে সকল ভোগ দিতে চাহিতেছ, তাহারা মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সকলের তেজকে জীর্ণ করে। আর সকল হইতে দীর্ঘ জীবী যে ব্রহ্মা, তাঁহারও জীবন অল্প। অতএব বাহন, এবং নৃত্য গীত, তোমারই থাকুক ॥ ২৬ ॥

বিত্তদ্বারা মনুষ্য তৃপ্ত হয়েন না। যদিও আমার ধনে ইচ্ছা হয়, তাহা পাইব, যেহেতু তোমাকে দেখিলাম, আর যদি অধিক কাল বাঁচিতে ইচ্ছা করি, তবে বাঁচিব, যেপর্য্যন্ত তুমি যম রূপে শাসন কর্ত্তা থাকিবে। অতএব সেই আত্ম বিষয়ক বরই আমার প্রার্থনীয় ॥ ২৭ ॥

জরা মরণ শূন্য দেবতাদিগের নিকটে আসিয়া উত্তম ফল পাওয়া যায়, ইহা জরা মরণ বিশিষ্ট পৃথিবী স্থিত মনুষ্য জানিয়া কেন ইতর বরকে প্রার্থনা করিবেক। আর

বর্ণরতি প্রমোদের কারণ অপ্সরাদিগের দোষ গুণ বি-শেষ রূপে বিবেচনা করিয়া কোন্ বিবেকি ব্যক্তি অতিদীর্ঘ পরমায়ুবিশিষ্ট হইলে ও সেই অপ্সরা গণেতে আসক্ত হইবেক ॥ ২৮ ॥

হে যম, মরণের পর আত্মা থাকেন কি না থাকেন, এই যে সন্দেহ লোকে করেন, তাহার নির্ণয় জ্ঞান পর-কালে মহৎ উপকারের নিমিত্তে হয়, অতএব তাহা তুমি কহ। এই যে দুর্জ্ঞেয় বর, ইহা হইতে অন্য বর নচিকেতা প্রার্থনা করিলেন না ॥ ২৯ ॥ ইতি প্রথম বল্লী ॥

শ্রেয় যে, সে পৃথক্ হয়, আর প্রেয় যে, সে ও পৃথক্ হয়, । এই শ্রেয় ও প্রেয় পৃথক্ পৃথক্ ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন আপন অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন। এই দুয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেয়কে স্বীকার করেন, তাহার কল্যাণ হয়, আর যে ব্যক্তি প্রেয়কে স্বীকার করেন, তিনি পরম পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন ॥ ১ ॥

শ্রেয় আর প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন। এইদুইকে প্রাপ্ত হইয়া ইহার মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা ধীর ব্যক্তি বি-বেচনা করিয়া প্রেয়ের অনাদর পূর্ব্বক শ্রেয়কে আশ্রয় করেন, আর মন্দ ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে প্রেয় কে অবলম্বন করেন ॥ ২ ॥

হে নচিকেতা, তুমি বিবেচনা করিয়া অপ্সরা প্রভৃতির প্রার্থনা পরিত্যাগ করিলে। আর বিত্তময় পথেতে লুব্ধ হইলে না, যে পথেতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হয়॥ ৩॥

বিদ্যা আর অবিদ্যা এ দুই পরস্পর অত্যন্ত বিপরীত হয়েন, এবং পৃথক্ পৃথক্ ফলকে দেন, এই রূপে পণ্ডিত সকল জানেন। তুমি যে নচিকেতা, তোমাকে বিদ্যাকাঙ্ক্ষি জানিলাম। অপ্সরাদি নানা প্রকার ভোগ তোমাকে জ্ঞানপথ হইতে নিবর্ত্ত করিতে পারিলেক না॥ ৪

অবিদ্যার মধ্যে স্থিতি করিয়া, আমরা ধীর, আমরা পণ্ডিত, এই রূপে যে সকল ব্যক্তি অভিমান করে, সে সকল ব্যক্তি নানা প্রকার কুটিল পথেতে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়া নানা জাতীয় দুঃখকে প্রাপ্ত হয়, যেমন অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অপর অন্ধেরা বিষম পথ প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার দুঃখকে পায়॥ ৫॥

অবিবেকী, প্রমাদ বিশিষ্ট, আর বিত্ত নিমিত্ত অজ্ঞানেতে আচ্ছন্ন যে লোক, সে পরলোক সাধনের উপায়কে দেখিতে পায় না। এই দৃশ্যমান যে লোক, সেই সত্য, ইহা ভিন্ন যে পরলোক, তাহা নাই, এই প্রকার যে সকল লোক জ্ঞান করে, তাহারা আমার বশে পুনঃ পুনঃ আইসে॥ ৬॥

সেই যে পরমাত্মা, তাঁহার প্রসঙ্গকে ও অনেকে শুনি-তে পায় না, আর অনেকে শুনিয়া ও তাঁহাকে বোধগম্য করিতে পারে না, এই আত্ম জ্ঞানের বক্তা অতি দুর্লভ, আর নিপুণ ব্যক্তিই এই আত্ম জ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়েন, যেহেতু উত্তম আচার্য্য হইতে শিক্ষা পাইলে ও এ ধর্ম্মের জ্ঞাতা অতি দুর্লভ হয়॥ ৭॥

অল্পবুদ্ধি আচার্য্য যদি আত্মার উপদেশ করেন, তবে আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না, যেহেতু আত্ম বিষয়ে নানা প্র-কার চিন্তা উপস্থিত হয়। যদি অপৃথক্ দর্শি ব্রহ্মজ্ঞানী এই আত্মার উপদেশ করেন, তবে নানা প্রকার বিবাদ দূর হইয়া আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। এই আত্মা অণুপ্রমাণ হইতেও অণুতর হয়েন, এই হেতু তিনি কেবল তর্কের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন॥ ৮॥

এই যে আত্ম জ্ঞান, সে কেবল তর্কে পাওয়া যায় না, কিন্তু কুতার্কিক ভিন্ন বেদান্তজ্ঞানি আচার্য্যের উপদেশ হইলে, হে প্রিয়তম নচিকেতা, সুন্দর রূপে আত্ম জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়, যে আত্ম জ্ঞানকে, তুমি যে সত্য সংকল্প, তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ। হে নচিকেতা, তোমার ন্যায় প্রশ্ন কর্ত্তা শিষ্য আমারদিগের হউক॥ ৯॥

কর্ম্মফল অনিত্য, এবং অনিত্য কর্ম্মাদি হইতে নিত্য

পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না, তাহা আমি জানি। এমত জা-
নিয়াও অনিত্য বস্তু যে নাচিকেত অগ্নি, তাহা চয়ন
করিয়া আমি বহুকাল স্থায়ী যে স্বর্গ, তাহা প্রাপ্ত হই-
য়াছি ॥ ১০ ॥

আত্ম জ্ঞানকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া, হে নচিকেতা, কাম-
নার পরি সমাপ্তি, আর জগতের আশ্রয়, আর অনন্ত ফল
আর অভয়ের পার, আর স্তুতি যোগ্য, আর মহৎ, আর
বিস্তীর্ণ গতি বিশিষ্ট, আর যাবদৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট যে হিরণ্য
গর্ভ পদ, তাহাকে হস্তগত দেখিয়াও ধৈর্য্য দ্বারা পরি-
ত্যাগ করিলে ॥ ১১ ॥

যে পরমাত্মাকে তুমি জানিতে চাহ, অতিদুঃখে তাঁহার
বোধ হয়, আর মায়িক যে সংসার, তাহাতে তিনি আচ্ছন্ন
ভাবে ব্যাপ্ত আছেন, আর কেবল বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে
জানা যায়, আর দুষ্প্রাপ্য স্থানে তিনি স্থিতি করেন, আর
অনাদি হয়েন, সেই পরমাত্মাকে ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম
যোগের দ্বারা জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ১২

এই আত্মজ্ঞান শুনিয়া সুন্দররূপে গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মরূপ
আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক্ ভাবিয়া যে ব্যক্তি জানেন,
তিনি আনন্দময় আত্মার প্রাপ্তির দ্বারা সর্ব্ব সুখ বিশিষ্ট
হয়েন। আমার এই রূপ বোধ হইতেছে, যে, হে নচিকেতা,

সেই ব্রহ্ম তোমার প্রতি অবারিত গৃহের ন্যায় হইয়াছেন ॥ ১

নচিকেতা কহিতেছেন। ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, আর কৃত এবং অকৃত বস্তু হইতে ভিন্ন, আর ভূত ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান, অতএব তুমি কহ ॥ ১৪ ॥

যম কহিতেছেন, সমুদয় বেদ যাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন, আর সকল তপস্যা যাঁহার প্রাপ্তির প্রয়োজন হইয়াছে, আর যাঁহার প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোক সকল ব্রহ্মচর্য্য করিতেছেন, তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি, তিনি ওঁকার স্বরূপ হয়েন ॥ ১৫ ॥

এই ওঁকার অপর ব্রহ্ম, আর এই ওঁকার পরব্রহ্ম, এই ওঁকারকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে সে তাহা পায় ॥ ১৬

ব্রহ্ম প্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে, তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন অতি উত্তম, এই অবলম্বনকে জানিয়া মনুষ্য ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন ॥ ১৭ ॥

আত্মার জন্ম নাই এবং মৃত্যু নাই, তিনি নিত্য জ্ঞান স্বরূপ হয়েন, কোন কারণ দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি নাই, এবং আপনি ও আপনার কারণ নহেন। এই জন্ম হীন, নিত্য, হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য যে আত্মা, তিনি, শরীর নষ্ট হইলে নষ্ট হয়েন না ॥ ১৮ ॥

যে ব্যক্তি শরীর মাত্রকে আত্মা ভাবিয়া এমত জ্ঞান করে, যে আত্মাকে বধ করিব, আর যে ব্যক্তি এমত জ্ঞান করে, যে আমি হত হইব, সে উভয় ব্যক্তিই আত্মাকে জানেনা, যেহেতু আত্মা নষ্ট করেন না এবং নষ্ট হয়েন না ॥ ১৯

এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, আর স্থূল হইতে ও স্থূল হয়েন। ইনি তাবৎ প্রাণির হৃদয়েতে স্থিতি করেন। নিষ্কাম ব্যক্তি মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা দ্বারা এই আত্মার মহিমাকে জানিয়া শোকাদি হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ২০

এই আত্মা অচল হইয়াও দূরে গমন করেন, আর সুপ্ত হইয়া ও সর্ব্বত্র গমন করেন, আমার ন্যায় জ্ঞানি ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি সেই হর্ষযুক্ত এবং হর্ষরহিত আত্মাকে জানিতে পারে ॥ ২১ ॥

শরীর রহিত আত্মা নশ্বর শরীরে অবস্থিতি করেন, আর তিনি মহান্ এবং সর্ব্বব্যাপী হয়েন। এইরূপ আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানি ব্যক্তি শোক করেন না ॥ ২২ ॥

এই আত্মা অনেক বচনের দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, মেধার দ্বারা জ্ঞেয় হয়েননা, বহু শ্রুতির দ্বারাও জ্ঞেয় হয়েন না, যে ব্যক্তি এই আত্মাকে জানিতে চাহে, সেই তাঁহাকে পায়; সেই আত্মা তখন সেই সাধকের প্রতি যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করেন ॥ ২৩ ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, আর ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য নিমিত্তে শান্ত হয় নাই, আর যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, আর ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৪ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যে আত্মার অন্ন হয়েন আর মৃত্যু যে আত্মার উপসেচন হয়েন, সে আত্মাকে কোন্ অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি জ্ঞানির ন্যায় জানিতে পারে ॥ ২৫ ॥ ইতি দ্বিতীয় বল্লী ॥

আপনার কৃত যে কর্ম্ম তাহার ফলকে জীবাত্মা ভোগ করেন, আর পরমাত্মা সেই ভোগের অধিষ্ঠাতা থাকেন, আর এই পরমাত্মা এবং জীবাত্মা, এই শরীরের হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন। এই জীবাত্মাকে ছায়ার ন্যায়, এবং পরমাত্মাকে প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানিরা এবং পঞ্চাগ্নিহোত্রি গৃহস্থেরা এবং ত্রিণাচিকেত গৃহস্থেরা কহিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

যে অগ্নি সেতুর ন্যায় যজমানদিগের তাহার হয়েন, সেই অগ্নিকে আমরা স্থাপন করিতে পারি, আর যাঁহারা ভয় শূন্য মুক্তির ইচ্ছা করেন, তাঁহারদিগের পরমাশ্রয় যে নিত্য ব্রহ্ম তাঁহাকেও আমরা জানিতে পারি ॥ ২ ॥

জীবাত্মাকে রথি রূপে আর শরীরকে রথ রূপে আর বুদ্ধিকে সারথি রূপে আর মনকে প্রগ্রহ রূপে জান ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব করিয়া কহিয়াছেন, আর শব্দস্পর্শ প্রভৃতি বিষয়কে এই ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের পথ করিয়া কহিয়াছেন। শরীরইন্দ্রিয় মনোবিশিষ্ট যে জীব তাঁহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা ফলের ভোক্তা করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪ ॥

যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে অপটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে না যেমন ইতর সারথির অশিক্ষিত অশ্ব দুষ্টতা করে ॥ ৫ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে পটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে, যেমন ইতর সারথির শিক্ষিত অশ্ব সকল বশে থাকে ॥ ৬ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি অপটু হয়, আর মনো রূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয়, আর সর্ব্বদা অশুচি থাকে, সে সারথির দ্বারা জীব রূপ রথী ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয়েননা, সংসার রূপ যে কষ্ট তাহকেই প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি নিপুণ হয়, আর মনো রূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, আর সর্ব্বদা শুচি থাকে

সে সারথির দ্বারা জীব রূপ রথী ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয়েন, যে পদ পাইলে পুনরায় জন্ম হয় না ॥ ৮ ॥

যে পুরুষের বুদ্ধি রূপ সারথি প্রবীণ হয়, আর মনো রূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে, সে পুরুষ সংসার রূপ পথের পার যে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মের পদ, তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৯

ইন্দ্রিয় গণ হইতে রূপ প্রভৃতি বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ হয়, আর এই সকল বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়, আর মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়, আর বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ১০ ॥

জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয়েন, আর মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপী যে পরমাত্মা তিনি শ্রেষ্ঠ হয়েন, এই পরমাত্মা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, তিনি কাষ্ঠা, আর তিনি সকলেরই প্রাপ্তব্য হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

এই পরমাত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্যাপী হইয়াও অজ্ঞানির নিকট অপ্রকাশিত আছেন, কিন্তু সূক্ষ্ম দর্শি পণ্ডিত সকল সূক্ষ্ম এবং এক নিষ্ঠা বুদ্ধি দ্বারা সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন ॥ ১২ ॥

বিবেকি ব্যক্তি বাক্য প্রভৃতিকে মনেতে লয় করিবেক, মনকে বুদ্ধিতে লয় করিবেক, বুদ্ধি কে জীবাত্মাতে লয় করিবেক, আর জীবাত্মাকে শান্ত স্বরূপ পরমাত্মাতে লয় করিবেক ॥ ১৩ ॥

হে মনুষ্য সকল, অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে উঠ, জাগ্রত হও, আর উত্তম আচার্য্যকে পাইয়া আত্মাকে জান। তীক্ষ্ণক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া জ্ঞান পথকে পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন॥ ১৪॥

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধহীন, হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য, অনাদি অনন্ত নিত্য এবং মহত্তত্ত্ব হইতেও ভিন্ন যে পরমাত্মা, তাঁহাকে জানিলে লোক মৃত্যু হইতে মুক্ত হয়॥ ১৫॥

মৃত্যু কথিত এই সনাতন নাচিকেত উপাখ্যানকে যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পাঠ এবং শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া পূজ্য হয়েন॥ ১৬॥

যে ব্যক্তি শুচি হইয়া ব্রহ্ম সভাতে এই আখ্যানকে শ্রবণকরান অথবা এই আখ্যানকে শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান তাঁহার অনন্ত ফলহয়॥ ১৭॥ ইতি তৃতীয় বল্লী ॥ প্রথম অধ্যায়ঃ॥

স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা, তিনি ইন্দ্রিয় সকলকে রূপ রস ইত্যাদি বাহ্য বিষয়ের গ্রহণের নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই হেতু লোক সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়কে দেখেন, অন্তরাত্মাকে দেখেন না, কিন্তু বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় গণকে নিরোধ করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন॥ ১॥

অজ্ঞানি সকল বাহ্য বিষয়কে কামনা করে, এই হেতু তাহারা মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে বদ্ধ হয়। পণ্ডিত সকল এই অনিত্য সংসারের মধ্যে পরমাত্মাকে কেবল নিত্য জানিয়া অন্য কোন বস্তুর প্রার্থনা করেন না॥ ২॥

যে এই আত্মার অধিষ্ঠানে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ আর মৈথুন জন্য সুখকে লোক সকল অনুভব করে, সে আত্মা না জানেন এমত বস্তুই নাই। যাঁহার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ তিনি এই প্রকার হয়েন॥ ৩॥

স্বপ্নাবস্থা আরজাগ্রদবস্থা এইদুই অবস্থাতে যাঁহার অধিষ্ঠানে লোকসকল বিষয়ের উপলব্ধি করে, সেই শ্রেষ্ঠ সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শোক করেন না॥ ৪॥

এই কর্ম্ম ফল ভোক্তা জীবাত্মাকে যে ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের নিয়ম কর্ত্তা যে পরমাত্মা তৎস্বরূপ করিয়া অতিনিকটস্থ জানেন, তিনি আর আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছাকরেন না। যাঁহার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ, তিনি এই প্রকার হয়েন॥ ৫॥

ব্রহ্ম হইতে জলাদিরপূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন যে হিরণ্যগর্ভ তিনি সকল ভূতের সহিত সকল প্রাণির হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন, এই প্রকার তাঁহাকে যিনি জানেন,

তিনি তাঁহার কারণ যে ব্রহ্ম তাঁহাকেই জানেন ॥ ৬ ॥

সকল ভূতের সহিত হিরণ্যগর্ভ রূপে যে দেবতাময়ী অদিতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, তিনি সকল প্রাণির হৃদয়াকাশেতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। এই প্রকার যিনি অদিতিকে জানেন তিনি অদিতির কারণ যে ব্রহ্ম তাঁহাকেই জানেন ॥ ৭ ॥

যজ্ঞকাষ্ঠে যে অগ্নি স্থিত হয়েন, আর যেমন গর্ব্ভিণী সকল যত্নপূর্ব্বক গর্ব্ভকে ধারণ করেন, সেই রূপ যোগিরা যাঁহাকে ভাবনার দ্বারা হৃদয়ে ধারণ করেন, এবং কর্ম্মিরা যাঁহাকে ঘৃতাদি দানের দ্বারা কর্ম্মাঙ্গে ধারণ করেন, আর যে অগ্নির স্তুতি কর্ম্মিরা আর যোগিরা সর্ব্বদা করিতেছেন সেই অগ্নি ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন ॥ ৮ ॥

যাঁহা হইতে সূর্য্য উদিত হয়েন, আর যাঁহাতে পুনরায় অস্ত হয়েন, সেই আত্মাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বসংসার স্থিতি করেন, তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্ রূপে কেহ প্রকাশ পায়েন না। যাঁহার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ, তিনি এই প্রকার হয়েন ॥ ৯ ॥

যিনি এই শরীরব্যাপি আত্মা তিনিই বিশ্বব্যাপি আত্মা হয়েন, আর যিনি বিশ্বব্যাপি আত্মা তিনিই শরীরব্যাপি আত্মা হয়েন, অদ্বিতীয় আত্মাকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে ব্যক্তি মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

আত্মা এক হয়েন, ইহা বিশুদ্ধ মনের দ্বারা জানা যায়। এই অদ্বিতীয় আত্মাকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে ব্যক্তি মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়॥ ১১॥

হৃদয়াকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপি যে আত্মা তিনি শরীরে স্থিতি করেন, এবং তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের কর্ত্তা হয়েন। এই আত্মাকে জানিলে আর তাঁহাকে গোপন করিতে চাহে না॥ ১২॥

হৃদয়াকাশস্থিত সর্ব্ব ব্যাপি নির্ম্মল জ্যোতির ন্যায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের কর্ত্তা যে আত্মা, তিনি সকল প্রাণিতে এখন বর্ত্তমান আছেন, পরেও সকল প্রাণিতে তিনিই বর্ত্তমান থাকিবেন, যাঁহার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ তিনি এই প্রকার হয়েন॥ ১৩॥

যেমন উচ্চ স্থানে জল পতিত হইয়া নানা নিম্নস্থানে গমন করে, সেই রূপ আত্মাকে প্রতি শরীরে পৃথক দেখিয়া শরীর ভেদকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়। ১৪।

যেমন সমান ভূমিতে জল পতিত হইলে জল সমভাবে থাকে, সেই রূপ অদ্বিতীয় ভাবে যে জ্ঞানী আত্মাকে দেখে তাহার নিকটে আত্মা সমভাব হয়েন॥ ১৫॥ ইতি চতুর্থ বল্লী॥

জন্মাদি রহিত নিত্য চৈতন্যস্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার

ব সস্থান একাদশ দ্বার বিশিষ্ট এই শরীর হয়। সেই আত্মাকে যে ব্যক্তি ধ্যান করেন, তিনি শোক পায়েননা এবং অবিদ্যা পাশ হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ১ ॥

এই আত্মা সর্ব্বত্র গমন করেন। তিনি সূর্য্য রূপে আকাশে গমন করেন, তিনি সকল ভূতকে আপনাতে বাস করান, তিনি বায়ু রূপে আকাশে গমন করেন, তিনি অগ্নি স্বরূপ হয়েন, তিনি পৃথিবীতে গমন করেন, তিনি সোমলতার রস হইয়া যজ্ঞ কলসে গমন করেন, তিনি মনুষ্যেতে গমন করেন, তিনি দেবতাতে গমন করেন, তিনি যজ্ঞেতে গমনকরেন, তিনি আকাশে গমন করেন। তিনি জলজন্তুরূপে জলেতে উৎপন্ন হয়েন, তিনি ধান্য যবাদিরূপে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েন, তিনি যজ্ঞের অঙ্গরূপে উৎপন্ন হয়েন, তিনি নদ্যাদি রূপে পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়েন। তিনি বিকার হীন এবং মহান্ হয়েন ॥ ২ ॥

যে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা প্রাণবায়ুকে হৃদয় হইতে উপরে চালন করেন এবং অপান বায়ুকে অধোতে ক্ষেপণ করেন, সেই হৃদয়াকাশস্থিত ভজনীয় আত্মাকে চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা উপাসনা করেন ॥ ৩ ॥

এই শরীরস্থ চৈতন্যস্বরূপ শরীরের কর্ত্তা যে আত্মা

তিনি যখন এই শরীরকে ত্যাগ করেন, তখন এই শরী-রেতে কি শক্তি থাকে ॥ ৪ ॥

প্রাণবায়ু এবং অপানবায়ুর অধিষ্ঠানে দেহিরা যে বাঁচিয়া থাকেন, এমত নহে। প্রাণাদি হইতে ভিন্ন যে চৈতন্য স্বরূপ আত্মা তাঁহার অধিষ্ঠানেতেই দেহিরা বাঁচিয়া থাকেন, যে আত্মাকে প্রাণ এবং অপানবায়ু আশ্রয় করিয়া আছেন ॥ ৫ ॥

হে গৌতম, এখন তোমাকে পরম গোপনীয় সনাতন ব্রহ্মকে কহিতেছি, যে ব্রহ্মতত্ত্বকে না জানিলে জীব সংসারেতে বদ্ধ হয় ॥ ৬ ॥

শরীর গ্রহণের নিমিত্তে কোন কোন মূঢ় আপনার কর্ম্মানুসারে এবং উপাসনানুসারে মাতৃগর্ভেতে প্রবেশ করেন, কেহ অতিমূঢ় স্থাবরাদি জন্মকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয় সকল নিদ্রিত হইলে যে আত্মা নানা প্রকার বস্তুকে স্বপ্নে কল্পনা করেন, তিনিই নির্ম্মল অবিনাশি ব্রহ্ম হয়েন। পৃথিব্যাদি যাবৎ লোক সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্ রূপেকেহ প্রকাশ পায়েন না ॥ ৮ ॥

এক অগ্নি যেমন এই লোকেতে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্য বস্তুর যেমন যেমন রূপ, সেই সেই রূপে দৃষ্ট হয়েন, সেই

প্রকার এক আত্মা সকল দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া নানা রূপেতে প্রকাশ পায়েন এবং বাহ্যেতে ও ব্যাপিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

এক বায়ু যেমন এই দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানেরদ্বার পৃথক্ পৃথক্ নামে প্রকাশ পায়েন, সেই প্রকার একই আত্মা সকল দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া নানা রূপেতে প্রকাশ পায়েন, এবং বাহ্যেতেও ব্যাপিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

সূর্য্য যেমন জগতের চক্ষু হইয়া অপরিষ্কৃত বস্তু সকলকে লোকেরে দেখাইয়া আপনি অপরিষ্কৃত বস্তুর সংসর্গ দ্বারা কোন দোষে লিপ্ত হয়েন না, সেইরূপ এক আত্মা সকল দেহেতে প্রবেশ করিয়া লোকের দুঃখেতে লিপ্ত হয়েন না ॥ ১১ ॥

সেই এক পরমেশ্বর সকল ভূতের অন্তর্ব্বর্ত্তী, যাবৎ সংসার যাঁহার বশেতে আছে, যিনি আপনার সত্তাকে নানা প্রকার স্থাবর জঙ্গমাদি রূপে দেখাইতেছেন, তাঁহা-কে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, ইতর দিগের সে সুখ হয় না ॥ ১২ ॥

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর

যাবৎ চৈতন্য বিশিষ্টের যিনি চেতন হয়েন, একাকী অথচ যিনি সকল প্রাণির কামনা দেন, তাঁহাকে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, ইতরদিগের সে সুখ হয় না ॥ ১৩ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন। অনির্দেশ্য পরাৎপর যে ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞানি সকল অনুভব করেন, কি রূপে আমি সেই ব্রহ্মানন্দকে জ্ঞানিদিগের ন্যায় প্রত্যক্ষ করি। যে ব্রহ্মসত্তা আমারদিগের বুদ্ধিতে স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি কি ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন ॥ ১৪ ॥

যম কহিতেছেন। জগতের প্রকাশক যে সূর্য্য তিনি ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন না, এবং চন্দ্র তারা প্রভৃতি ও ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন না, এই যে সকল বিদ্যুৎ ইহাঁরা ও ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন না, সুতরাং এই অগ্নি কি প্রকারে ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন। সূর্য্য চন্দ্র তারা বিদ্যুৎ অগ্নি প্রভৃতি যাবৎ প্রকাশক বস্তু সেই পরমেশ্বরের প্রকাশের পশ্চাৎ প্রকাশিত হয়েন, এবং তাঁহার প্রকাশের দ্বারা এ সকলের প্রকাশ হয় ॥ ১৫ ॥ ইতি পঞ্চমীবল্লী ॥

এই যে অশ্বত্থের ন্যায় অতি চঞ্চল অথচ অনাদি সংসার বৃক্ষ ইহার মূল ঊর্দ্ধে, আর যাবৎ অব্যক্ত স্থাবর জঙ্গম এই সংসার বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা হইয়াছেন। এই বৃক্ষের মূল স্বরূপ যে পরমাত্মা তিনি শুদ্ধ এবং তিনি ব্যাপক হয়েন, তাঁহাকে কেবল অবিনাশী করিয়া কহা যায়। যাবৎ সংসার বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্ রূপে কেহ প্রকাশ পায়েন না। তুমি যাঁহার প্রশ্ন করিয়াছ তিনি এ প্রকার হয়েন ॥ ১ ॥

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি বিশিষ্ট এই সমুদয় জগৎ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের দ্বারা আপন আপন নিয়ম মত চলিতেছে। উদ্যত বজ্রের ন্যায় তিনি মহাভয়ের কারণ হয়েন। যাঁহারা এই ব্রহ্মকে জানেন তাঁহারা মোক্ষকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২ ॥

ইহাঁর ভয়েতে অগ্নি নিয়ম মত প্রকাশ পাইতেছেন, আর ইহাঁর ভয়েতে সূর্য্য নিয়ম মত প্রকাশ পাইতেছেন, আর ইহাঁর ভয়েতে ইন্দ্র, বায়ু আর পঞ্চম যেযম তাঁহারা নিয়ম মত আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥ ৩ ॥

এই সংসারে শরীর পতনের পূর্ব্বে যদি এই ব্রহ্ম তত্ত্ব

কে জানিতে পারে তবে জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, আর যদি জানিতে না পারে তবে এই লোক সকলেতে শরীরের গ্রহণ সে পুনঃ পুনঃ করে ॥ ৪ ॥

যেমন দর্পণেতে আপনার দর্শন হয়, সেই রূপ এ লোকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে আত্ম তত্ত্বের দর্শন হয়, আর যেমন স্বপ্নে আপনাকে দর্শন হয়, সেই রূপ পিতৃলোকে আত্মতত্ত্বের দর্শন হয়, আর যেমন জলেতে আপনাকে দর্শন হয় সেই রূপ গন্ধর্ব্বলোকে আত্ম তত্ত্বের দর্শন হয়, আর যেমন পৃথক্ রূপে ছায়া আর তেজের উপলব্ধি হয়, সেই রূপ ব্রহ্মলোকে আত্ম জ্ঞানের উৎপত্তি হয় ॥ ৫ ॥

সূর্য্যাদি কারণ হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল যে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে ইন্দ্রিয় সকলের উদয় অস্ত সর্ব্বদা হইতেছে, এমন ইন্দ্রিয় সকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শোক করেন না ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয় সকল হইতে মনঃ শ্রেষ্ঠ হয়েন, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়েন, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন, জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ৭ ॥

মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপি ইন্দ্রিয় রহিত পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ হয়েন যাঁহাকে জানিয়া মনুষ্য জীবদ্দশাতে মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং মৃত্যু হইলে মোক্ষ পায় ॥ ৮ ॥

এই পরমাত্মার স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, সেই আত্মাকে কেবল শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা জানিতে পারে। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারাই মুক্ত হয়েন ॥ ৯ ॥

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনের সহিত আত্মাতে স্থির ভাবে থাকেন, আর বুদ্ধি যখন কোন বাহ্য ব্যাপারেতে আসক্ত হয়েন না, তখন সেই অবস্থাকে পরমগতি করিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

এই ইন্দ্রিয়গণকে স্থিররূপে যে ধারণ করা তাহাকে পণ্ডিতেরা যোগ করিয়া কহিয়া থাকেন, এই ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির স্থিরতার নিমিত্তে সেই কালে অত্যন্ত যত্নবান্ হই-বেক যেহেতু যত্নেতে যোগের উৎপত্তি হয়, আর যত্নহীন হইলে সেই যোগ নাশকে পায় ॥ ১১ ॥

সেই আত্মাকে বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না, যিনি তাঁহাকে অস্তি রূপে দেখেন তিনিই তাঁহাকে জানেন, যে ব্যক্তি অস্তি রূপে তাঁহাকে দেখিতে না পায় তাহার জ্ঞান গোচর তিনি কিপ্রকারে হইবেন ॥ ১২ ॥

অস্তি মাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিবেক আর সর্ব্ব

প্রকারে তিনি অনির্ব্বচনীয় এবং নির্ব্বিশেষ ইহা জানিবেক। এই দুইয়ের মধ্যে অস্তি মাত্র করিয়া তাঁহাকে প্রথম জানিলে যথার্থ অনির্ব্বচনীয় প্রকারে তাঁহাকে পশ্চাৎ জানা যায় ॥ ১৩ ॥

বুদ্ধি বৃত্তিতে যে সমুদয় কামনা আছে তাহা যখন জ্ঞানির বুদ্ধি হইতে দূর হয় তখন সে মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া এই লোকেই ব্রহ্মস্বরূপ হয় ॥ ১৪ ॥

ইহলোকে যখন পুরুষের হৃদয়ের গ্রন্থি সকল নষ্ট হয় তখনই তাঁহার মুক্তি হয়, এই উপদেশই সমুদয় বেদান্তের সিদ্ধান্ত ॥ ১৫ ॥

একশত এক নাড়ী হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার মধ্যে এক নাড়ী মস্তক ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে, মৃত্যু কালে সেই নাড়ীর দ্বারা জীব ঊর্দ্ধ গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার সহিত কালান্তরে মুক্তিকে পায়েন, কিন্তু অন্য নাড়ীর দ্বারা জীব নিঃসৃত হইলে পুনরায় সংসারে প্রবৃত্ত হয়েন ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত অথচ ব্যাপক আত্মা সর্ব্বদা ব্যক্তি সকলের হৃদয়াকাশে স্থিতি করেন, তাঁহাকে সাবধানে শরীর হইতে পৃথক করিবেক, যেমন শরের মুঞ্জ হইতে তাহার সূক্ষ্ম শলাকাকে পৃথক করা যায় ॥ ১৭ ॥

যমের কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং যোগ বিধিকে নাচিকেত প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন, অন্য ব্যক্তি ও যিনি এই রূপ অধ্যাত্ম বিদ্যাকে জানেন তিনিও অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৮ ।

ওঁ সহনাববতু সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥
